ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বলিউডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন প্রিয়াঙ্কা?

পৃঃ ৫

টুর্নামেন্ট সেরা কোহলি, ম্যাচ সেরা হেড

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩১৭ ● কলকাতা ● ০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২৩ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬২ টাকা

লোকসভায় 'অপশব্দ',

দুই সাংসদকে ডাকছে লোকসভার কমিটি

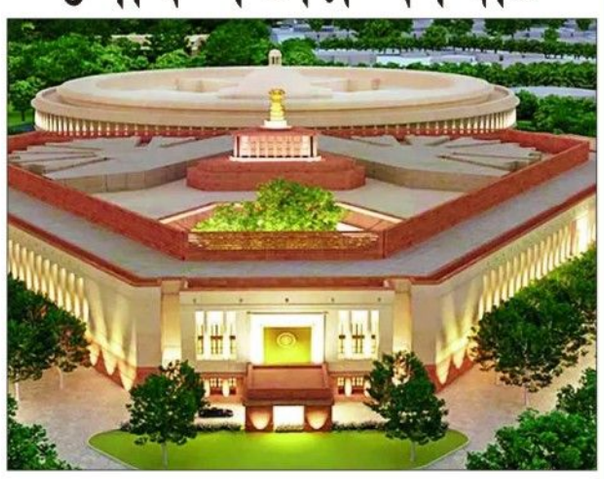

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চন্দ্রযান-৩ নিয়ে লোকসভায় আলোচনার সময় বিএসপি সাংসদ দানিশ আলির সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে বিজেপি সাংসদ রমেশ বিধুরির বিরুদ্ধে। এই সংক্রান্ত বিতর্কের প্রায় দু'মাস পরে 'সক্রিয়' হল লোকসভার স্বাধিকাররক্ষা কমিটি। আগামী ৭ ডিসেম্বর দুই সাংসদেরই বক্তব্য শুনবে কমিটি। তাই ওই দিন অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তদুই সাংসদকেই কমিটির সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে।লোকসভায় চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য নিয়ে আলোচনা চলাকালীন বাগ্বিতণ্ডা শুরু হয় বিজেপি সাংসদ রমেশ এবং বিএসপি সাংসদ দানিশের মধ্যে। সেই সময় দানিশকে উদ্দেশ করে বিজেপি সাংসদ রমেশ অসংসদীয় শব্দ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ওঠে। তার পরেই এই মন্তব্যের নিন্দা করে সরব হয় সব বিরোধী দলগুলি। সেই সময় লোকসভার অধিবেশন টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার চলছিল। তাতে দিল্লির বিজেপি সাংসদের অসংসদীয় শব্দ উচ্চারণ স্পষ্ট শোনা যায়। বিজেপি সাংসদ বিদুরি যখন

এরপর ৩ পাতায়

কার্ডিও বিভাগে ভর্তি,

অথচ হার্টের সমস্যা নেই বালুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘুরে ফিরে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে সেই এসএসকেএম- হাসপাতালেই ভর্তি হলেন বালু! বিরোধীরা বলছেন, পুরনো ট্রেন্ডই ফলো করছেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। শুরুটা করেছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কোটি কোটি টাকা উদ্ধারের পর শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।প্রশ্ন সেখানেও। রাজ্যের মন্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতায় সরকারি হাসপাতালে কি সংশ্লিষ্ট বিভাগে বেডের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না? প্রশ্ন থাকছেই। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে হাসপাতালে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে কেনই বা এত তাড়াহুড়ো? এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল এসএসকেএম হাসপাতালের এম এস ভি পি পীযূষ রায়কে। তিনি সবটা শুনে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। তারপরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া ভুবনেশ্বরে এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁকে ফিট সার্টিফিকেট দিতেই নিজেদের হেফাজতে নিতে পারে ইডি। এরপর আবার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের 'কাকু'। বেসরকারি হাসপাতালে বাইপাস সার্জারির পর শেষমেশ ভর্তি হয়েছিলেন এসএসকেএমের কার্ডিওলজি বিভাগে। এই মুহূর্তে কার্ডিওলজি বিভাগের পাঁচ নম্বর কেবিনে ভর্তি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সূত্রের খবর, কার্ডিওলজি বিভাগে ভর্তি হলেও হার্টের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হননি তিনি। নিউরোলজি মেডিসিন বিভাগের চিকিতসকের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হন। আর তাঁকে চিকিৎসার জন্য যে

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপিকে ভোট না দেওয়ায়

মিলছে না সরকারি নলকূপের জল

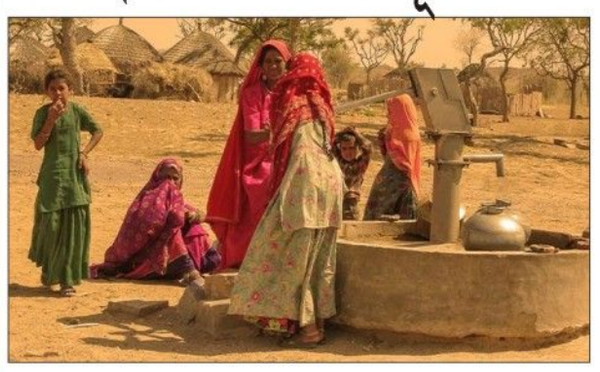

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নভেম্বর ভোট ছিল মধ্যপ্রদেশে । শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পর্ব মিটলেও এখন বিজেপির বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ উঠছে। রাজ্যের অশোকনগর জেলায় নয়াখেড়া গ্রামে সরকারি গভীর নলকূপের জল পাচ্ছেন না গ্রামবাসীদের একাংশ। কেন? যেহেতু তাঁরা বিজেপিকে ভোট দেননি, অভিযোগ এমনটাই। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যজুড়ে নিন্দার মুখে পড়েছে গেরুয়া শিবির। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সূর্যেওয়ালা। তিনি বলেন, 'বিজেপির চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা দেখুন। যারা ভোট দেয়নি ওদের, তাদের তৃষ্ণার্ত রেখে মারতে চায়।' আরও বলেন, 'জনতা ওদের দুর্নীতি, অপশাসন ও নৃশংসতার জবাব দিয়েছে। যা মেনে নিতে পারছে না। সেই কারণেই এই সব করছে।' উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনের ফল জানা যাবে ৪ ডিসেম্বর। সরকার বদলে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে কি না সেটাই দেখার।ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠছে রাজ্যে। তোপ দেগেছে বিরোধীরা। তাদের বক্তব্য, গেরুয়া শিবির এতটাই নিষ্ঠুর। মুঙ্গওয়ালি বিধানসভার মধ্যে পড়ে নয়াখেড়া গ্রাম। ওই বিধানসভার প্রার্থী রাজ্যের মন্ত্রী বীজেন্দ্র সিং যাদব। জল নিয়ে রাজনীতির কথা জেনে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'আমি বুঝতে পারছি না নির্বাচনের পর এমন অভিযোগ উঠছে কেন।' আরও বলেন, 'এগুলি সরকরি নলকূপ। গ্রামে চারটি নলকূপ করেছি। যাতে করে সমস্ত

এরপর ৩ পাতায়

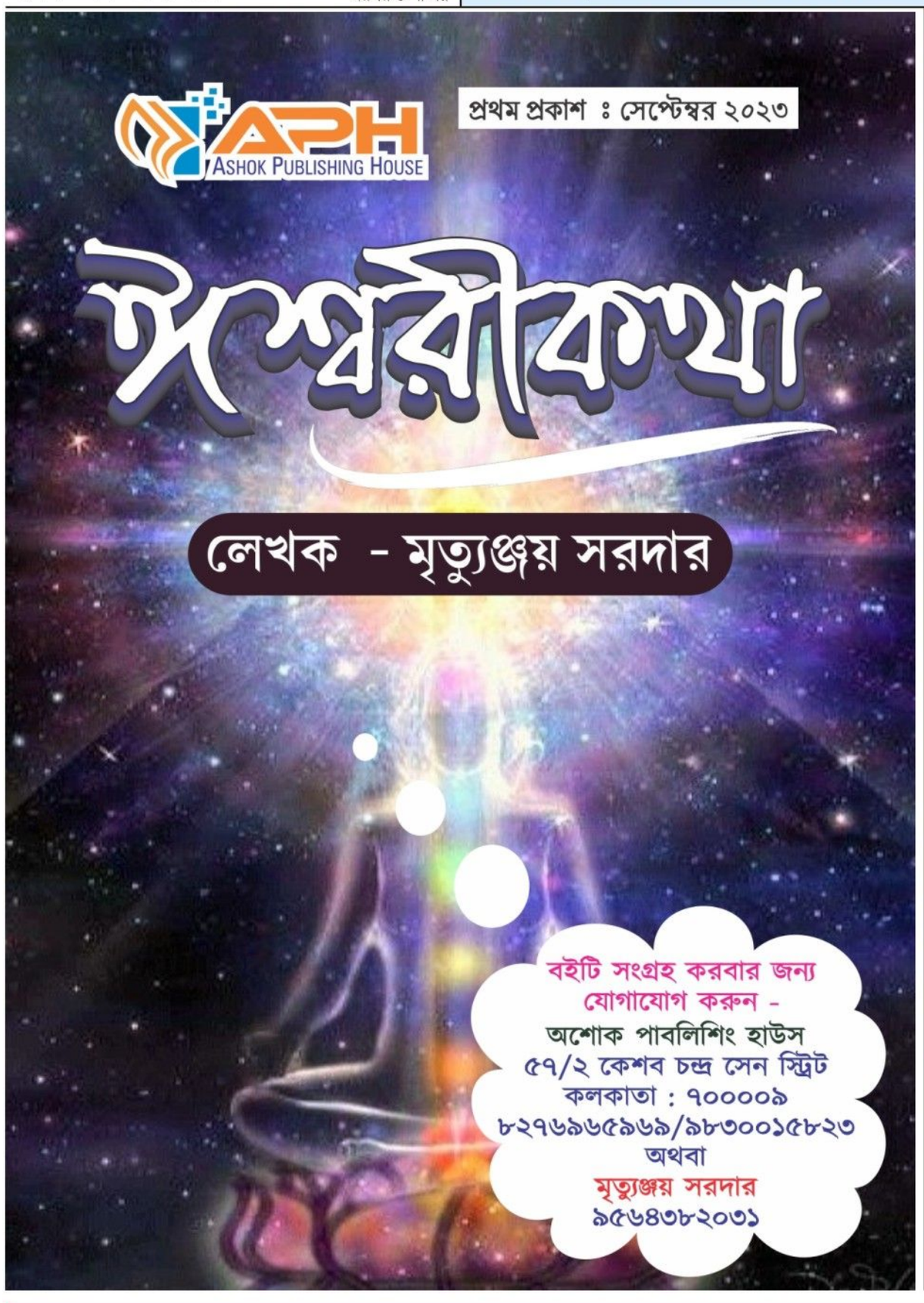

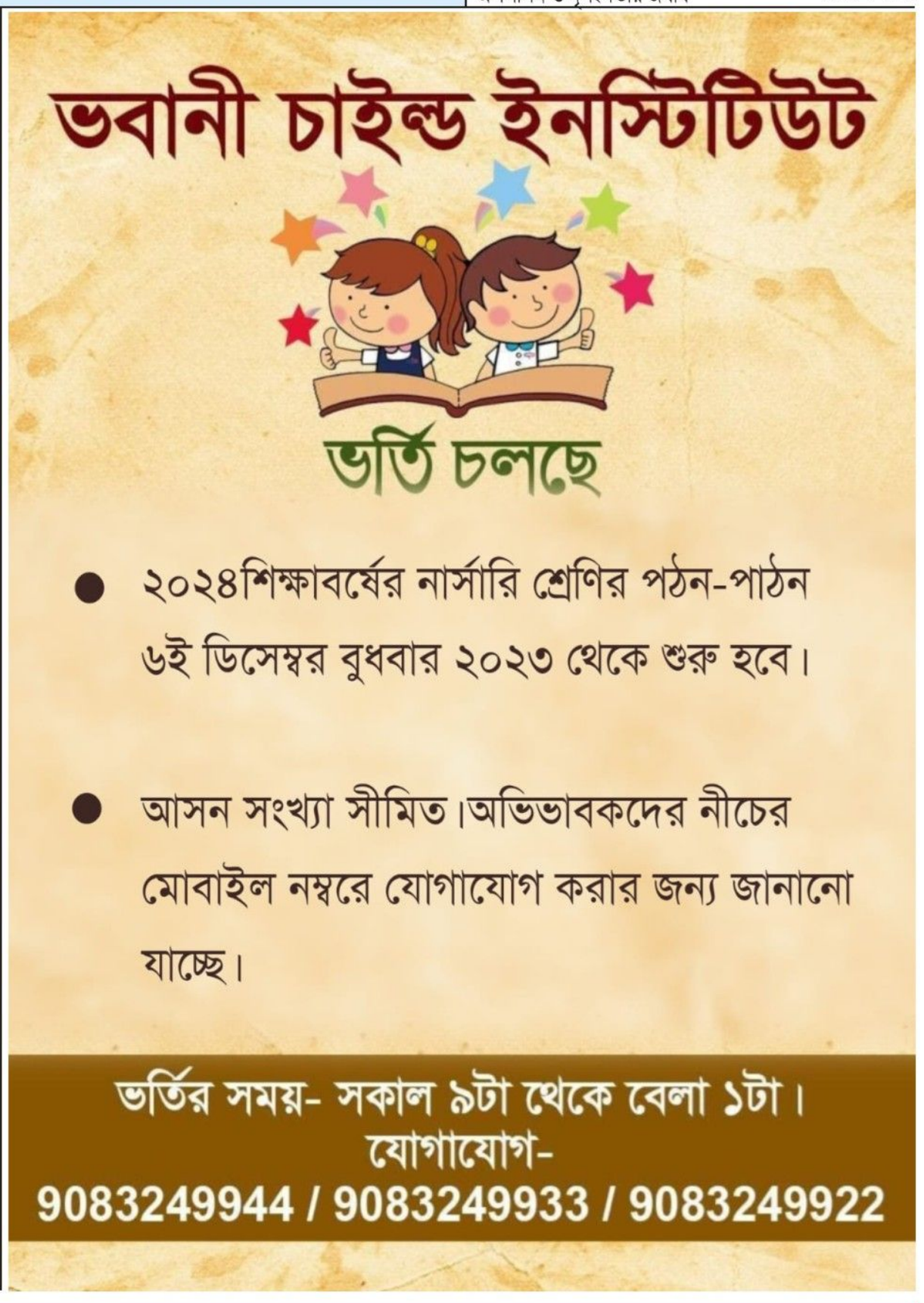

বাণিজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আগে

ব্রিটেনের হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২২ নভেম্বর: নিউজ সারাদিন : বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে বড়সড় বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হল। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে শুরু হয় ২০২৩ সালের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন । দু'দিনের এই সম্মেলনে দেশ ও রাজেয়র তাবড় শিল্পপতিরা উপস্থিতি ছিলেন । অতিথিদের তালিকায় রিয়ালেন্স গোষ্ঠীর কর্ণধার মুকেশ আম্বানি, প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ দেবী শেঠীর মতো অনেকেই ছিলেন ।আজ অর্থাত বুধবার বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় তথা শেষদিন । এ দিন সমাপ্তি অনুষ্ঠান রয়েছে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে দুপুর ৩টে থেকে । কিন্তু তার আগেই একটা হাইপ্রোফাইল বৈঠক হতে চলেছে সেখানে । এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতে নিযুক্ত ব্রিটেনের হাইকমিশনার আলেক্স ইলিস ।

মঙ্গলবার শুরু হয়েছে এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন । এই সম্মেলনে যুক্তরাজ্য বা ব্রিটেন থেকে ১১ সদস্যের প্রতিনিধি দল এসেছে । ওই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গতকালই রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ইলেকট্রিক গাড়ি, তার ব্যাটারি থেকে একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয় । এরপর রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই বৈঠকের সময় নির্দিষ্ট করা হয় ।

এই বৈঠকে সশরীরে উপস্থিত থাকবেন ভারতে নিযুক্ত ব্রিটেনের হাইকমিশনার আলেক্স ইলিস । মূলত, রাজ্যে বড়সড় বিনিয়োগ নিয়েই আলোচনা হতে পারে বলে খবর । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলা সাড়ে ১২টায় ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে । এই বৈঠকের পর ব্রিটেনের হাইকমিশনার সরাসরি দিল্লি চলে যাবেন ।

বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে এই বৈঠক অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ হতে যাচ্ছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । এখন দেখার এই বৈঠক থেকে সুখবর রাজ্যবাসীর কাছে আসে কি না!

৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৮৮ কোটির

লগ্নী প্রস্তাব এসেছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষ হল চলতি বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন বা । এদিন কলকাতার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বসেছিল এই সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের আসর। সেখান থেকেই গর্বিত কণ্ঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন যে, এবারের সম্মেলনে রেকর্ড সংখ্যার সাক্ষর হয়েছে ।দেশবিদেশের শিল্পপতি এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সামনে বাংলায় লগ্নীর আহ্বাণ জানিয়ে মমতা এদিন বলেন, 'বাংলাই লগ্নির সেরা ঠিকানা। এখানকার প্রশাসনের স্থায়িত্ব, ল্যান্ড ব্যাঙ্ক, জমি নীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা সব কিছু শিল্পের জন্য আদর্শ। বাংলা সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। আপনাদের স্বাগত জানাতে আমরা তৈরি। দেশে ফিরে বন্ধুদের বলুন, বাংলায় বিনিয়োগ করতে। এখানে আপনাদের কোনও অসুবিধা হবে না। বিদ্যুত থেকে শ্রমিক, রাস্তা থেকে জমি সবই আছে এখানে। আমরা শিল্প করিডরও তৈরি করছি। আপনারা সেখানেও বিনিয়োগ করতে পারেন। দেরী করবেন না। বাংলা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে। দেরী করলে পরে কিন্তু আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। বাংলা খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের সেরা রাজ্য হয়ে উঠতে চলেছে। আপনারাও সেই চলার পথের শরিক হন।'এদিন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে নিজ বক্তব্য রাখতে উঠে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এবারের শিল্প সম্মেলনে মোট ৪০টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে। এই দেশগুলোকে অভিনন্দন জানান তিনি। শুধুমাত্র ব্রিটেন থেকেই ৪০ জন ব্যবসায়ী এসেছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সম্মেলন শুরু হয়েছিল ৭৬০০ কোটির বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে। আর তা শেষ হল ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ২৮৮ কোটির লগ্নী প্রস্তাব পেয়ে। প্রস্তাবিত লগ্নির মোট পরিমাণ ছাপিয়ে গিয়েছে গতবারের রেকর্ড। গত বছরের সম্মেলনে ১৩৭টি মৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ৩.৪২ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব ছিল। সেগুলিতে ৩০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। শুধু চর্মশিল্পেই দশ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এবার ১৮৮টি মউ সাক্ষরিত হয়েছে। এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আগামী দিনে বাংলাই শিল্পের গন্তব্য হতে চলেছে। বাংলায় দক্ষ শ্রমিক রয়েছে, তাই বিনিয়োগ করে শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না। আপনারা আপনাদের শিল্পপতি ভাই বন্ধুদের বলুন এরাজ্যে বিনিয়োগ করতে। সরকার সব রকম সাহায্য করবে। সুযোগ বার বার আসে না, যে সুযোগ এসেছে সেই সুযোগ কাজে লাগান।'

শিক্ষা-খাদ্য দুর্নীতি অতীত! এবার শৌচাগার দুর্নীতি নিয়ে

শোরগোল রাজ্যে, ঘটনা শুনলে অবাক হবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগেই কলকাতা পুরসভা পরিচালিত বিভিন্ন স্কুলে শৌচাগার সংস্কারের নামে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছিল। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত তিন আধিকারিককে শো-কজও করা হয়েছে। এবার তাদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা ।

এখানেই শেষ নয় জানা যায়, শৌচাগার সংস্কার শুরু হওয়ার আগে স্কুল উন্নয়ন কমিটিকেও জানানো হয়নি। স্কুলে কাজ চলাকালীন বা কাজের পর কোনও ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনে আসেননি বলেও অভিযোগ ওঠে। এদিকে বেশ কয়েকটি স্কুল শিক্ষকরা অভিযোগ তুলে জানিয়েছেন, ঠিকাদারদের দেওয়া রসিদে স্কুলের নকল প্যাড বানিয়ে হিসাব দেখানো হয়েছিল ।সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ওই তিন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে চার্জশিট গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন পুর কর্তৃপক্ষ। দায়িত্বে রয়েছে পার্সোনেল এবং আইন বিভাগক। চার্জ গঠনের পর তার প্রতিলিপি অভিযুক্ত তিন আধিকারিককে পাঠানো হবে। এর পর নিয়ম মাফিক শুনানি শুরু হবে পুরসভার পার্সোনেল বিভাগে। বিচারকের ভূমিকায় থাকবেন পুরসভা দ্বারা নিযুক্ত এক আধিকারিক ।

এই বিষয়ে পুরসভার এক শীর্ষ কর্তা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ''শৌচাগার সংস্কারের দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর ওই তিন আধিকারিককে আগেই শো-কজ় করা হয়েছিল। তবে তাদের উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট নই। ওই তিন জন নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করায় এবার চার্জ গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।''

পুরসভা সূত্রে খবর, ২০১৭-'২০ সালের মধ্যে কলকাতায় ৫০ টি প্রাথমিক স্কুলে ৬৩টি শৌচাগার সংস্কারের জন্য ৬০ হাজার টাকা করে খরচ দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পরে তদন্ত করে দেখা যায়, সঠিক ভাবে নিয়ম মেনে সেই কাজ হয়নি। সংস্কারের কাজ চলাকালীন স্কুলে নোটিস টাঙানোর কথা ছিল, সেটাও হয়নি।

এখানেই শেষ নয় জানা যায়, শৌচাগার সংস্কার শুরু হওয়ার আগে স্কুল উন্নয়ন কমিটিকেও জানানো হয়নি। স্কুলে কাজ চলাকালীন বা কাজের পর কোনও ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনে আসেননি বলেও অভিযোগ ওঠে।এদিকে বেশ কয়েকটি স্কুল শিক্ষকরা অভিযোগ তুলে জানিয়েছেন, ঠিকাদারদের দেওয়া রসিদে স্কুলের নকল প্যাড বানিয়ে হিসাব দেখানো হয়েছিল। পরে তদন্তে নেমে এরম একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। তাই এবার অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে চাইছে পুরসভা। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারদের পরিদর্শন ছাড়াই কিভাবে শুধু শিক্ষকদের দিয়ে সই করিয়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রশ্নও উঠছে। এবার প্রধান শিক্ষকদের ভূমিকাও খতিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন এক পুর কর্তা।

বিহারের বিশেষ মর্যাদা চেয়ে প্রস্তাব নীতীশের,

দিল্লির কাছে চান ২.৫ লাখ কোটি

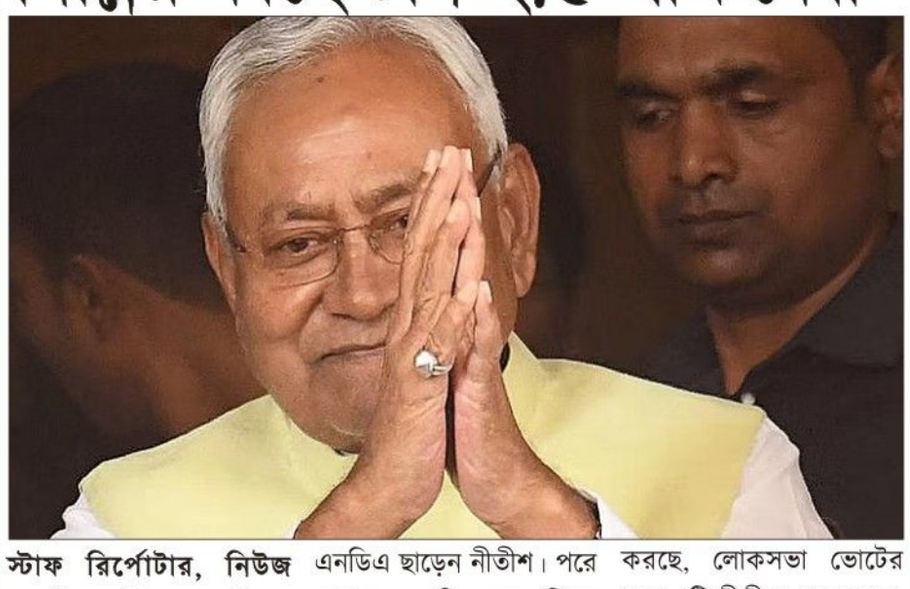

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিহারকে 'বিশেষ মর্যাদার রাজ্য' ঘোষণার দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বুধবার বিহার মন্ত্রিসভা এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করিয়েছে। রাজ্যের বিশেষ মর্যাদার দাবি অবশ্য নতুন নয় নীতীশ কুমারের মুখে। ইউপিএ জমানা থেকে এই ব্যাপারে দাবি জানিয়ে আসছেন। ২০১৪ - র লোকসভা ভোটের মুখে নীতীশের সমর্থন চেয়ে মোদী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কথা দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে বিহারকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করবেন। মোদী তখনও গুজরাত দাঙ্গার অভিযোগ থেকে মুক্ত হননি। তাঁকে বিজেপি প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী করায় এনডিএ ছাড়েন নীতীশ। পরে আবার এনডিএ-তে ফিরে গেলেও বিহারের বিশেষ মর্যাদা নিয়ে তাঁকে তেমন সরব হতে দেখা যায়নি ।মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে নীতীশ কুমার লম্বা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এর কারণ ব্যাখ্যা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আড়াই লাখ কোটি টাকা দাবি করেছেন ।নীতীশের বক্তব্য, সদ্য হওয়া কাস্ট সেন্সাসে দেখা গিয়েছে, বিহারে ৯৪ লাখ পরিবার দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। তাদের আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য এককালীন আড়াই লাখ কোটি টাকা দরকার। বিশেষ মর্যাদার রাজ্য এই ধরনের সহায়তা পেয়ে থাকে।

রাজনৈতিক মহল অবশ্য মনে করছে, লোকসভা ভোটের মুখে এটি নীতীশের বড় চাল। বিজেপির মোকাবিলায় এর আগে তিনি কাস্ট সেন্সাস করিয়েছেন। তার ভিত্তিতে তফসিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণি বা ওবিসি'দের জন্য সরকারি চাকরি, শিক্ষায় ৬৫ শতাংশ পদ/ আসন সংরক্ষণ করিয়েছেন।

নীতীশের এই দুই পদক্ষেপে বিহারে রীতিমত চাপে পড়েছে বিজেপি। এবার বিশেষ মর্যাদা দাবি করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে বিপাকে ফেলতে চাইছেন তিনি। কারণ পাঁচ রাজ্যের ভোট মিটতেই লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়বেন নরেন্দ্র মোদী।

ভারত সেবা সংঘের শাখা গয়া

শতোতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন এবং জোকায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ৪৫০ বেডের আধুনিক সুসজ্জিত হাসপাতাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমাজের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের স্বোপ্ন মূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে কলকাতার জোকায় ২০১০ সালে শুরু হয় ১৫০ শয্যার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হাসপাতাল। এখন আরো ৩০০ শয্যার মাল্টিস্পেশালিটি ফেজ টু হাসপাতালের উদ্বোধন হতে চলেছে আগামী ২৭ নভেম্বর । ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্যকরী সভাপতি স্বামী পুর্নাত্মানন্দ মহারাজ ও বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেক্রেটারি স্বামী সুবিরানন্দজী মহারাজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।৮তলার এই হাসপাতাল ভবন তৈরি হয়েছে যেখানে রয়েছে অত্যাধুনিক ওটি,জটিল ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট,আই সিসি ইউ,আই টি ইউ,নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট এবং পি আই সি ইউ, নেফ্রোলজি বিভাগ সহ শিশু বিভাগ,ডায়ালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি ইউনিট সহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় বিভাগ।ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, একদম অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে দ্বিতীয় ফেজের এই হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে। এখানে গরীব মানুষদের স্বল্পমূল্যে সব ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হবে। তিনি জানান,ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রনবানন্দজী মহারাজ তীর্থযাত্রীদের সহযোগিতা করতে গয়াতে যে আশ্রম তৈরি করেছিলেন এবছর সেই আশ্রমেরও শতবর্ষ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ৩০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত শতবর্ষের অনুষ্ঠান চলবে।১ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অংশ নেবেই অনুষ্ঠানে।

সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াই!

ফের অশান্ত কাশ্মীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভূ-স্বর্গে ফের সেনা-জঙ্গির লড়াই। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির বাজি মলের জঙ্গলে সেনা কর্মী এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের খবর প্রকাশ্যে। এনকাউন্টারে দুই সেনা জওয়ান শহিদ হয়েছেন। বুধবার সেখানে অভিযান চালায় সেনা ও পুলিশের বাহিনী ।উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই ভূ-স্বর্গে তিন লস্কর-ই-তৈয়বার সন্ত্রাসীদের নিকেশ করে ভারতীয় সেনা। কিন্তু এবার সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াইয়ে প্রাণ গেল দুই সেনার। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সেখানে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে। সূত্রের খবর, ওই জায়গায় দুই জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। তাদের পাকড়াও করতে চেষ্টা চালাচ্ছে সেনা ।বাহিনীর সদস্যদের দেখে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দেয় বাহিনীও।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে রাজৌরি জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে এনকাউন্টারে এক সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছিল। সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, বুধবার সকাল থেকে জঙ্গি দমন অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন সেনা বাহিনীর একটি দল। সেখানেই ছিলেন ৬৩ নম্বর রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের এক সেনা অফিসার।

ওই দলটি রাজৌরির বাজি মল জঙ্গলে টহল দিচ্ছিল। সেই সময় তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পাল্টা জবাব দেন সেনা জওয়ানরা। শুরু হয় দু'পক্ষের গুলির লড়াই। সেসময়ই নিহত হন সেনা অফিসার এবং এক জওয়ান।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

লোকসভায় 'অপশব্দ', দুই সাংসদকে ডাকছে লোকসভার কমিটি

এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন, সেই সময় স্পিকারের চেয়ারে ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ কোডিকুনাল সুরেশ। অসংসদীয় এবং অবমাননাকর মন্তব্যের জন্য বিজেপি সাংসদের কড়া নিন্দা করেন তিনি। সেই সঙ্গে বিতর্কিত মন্তব্যগুলি লোকসভার রেকর্ড থেকে মুছে ফেলার নির্দেশ দেন। বিষয়টি লোকসভার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানোর আর্জি জানিয়ে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লেখেন একাধিক বিরোধী সাংসদ। ঘটনাটি অবশ্য গত ২২ সেপ্টেম্বরের। স্বাধিকারভঙ্গ করার জন্য একাধিক বিরোধী সাংসদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হলেও, সংসদে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগ ওঠার পরেও রমেশকে নিয়ে স্বাধিকাররক্ষা কমিটি কেন চুপ, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদ বলেই পদক্ষেপ গ্রহণে এই গড়িমসি কি না, প্রশ্ন ওঠে তা নিয়েও। সম্প্রতি 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' বিতর্কে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে লোকসভার এথিক্স কমিটি। এই কমিটির অন্যতম সদস্য বিএসপি সাংসদ দানিশও। মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠা মাত্র তদন্ত না করেই পদক্ষেপ, অন্য দিকে আপত্তিকর মন্তব্য বিতর্কে 'নিষ্ক্রিয়' বিরোধীদের নিশানায় ছিল লোকসভার দুই কমিটির ভূমিকাও। সেই আবহেই এ বার দুই সাংসদকে ডেকে পাঠাল লোকসভার স্বাধিকাররক্ষা কমিটি।

১-ম পাতার পর

বিজেপিকে ভোট না দেওয়ায় মিলছে না সরকারি নলকূপের জল

গ্রামাবাসী জল পায়।' যদিও স্থানীয়রা দাবি করছেন, দলীয় রং দেখে জল দেওয়া হচ্ছে।

শ্যাম বাই নামের এক মহিলা বলেন, 'ওঁরা প্রশ্ন করছে বিজেপিকে ভোট দিয়েছি কি না। আমরা না বললে, জল তোলার মোটর বন্ধ করে দিচ্ছে।' এক নাবালিকার কথায়, 'নলকূপের জল তোলা বন্ধ করে দিচ্ছে। মেশিন চালানো হচ্ছে রাতের দিকে। আমরা জানতেও পারছি না।' গ্রামবাসীদের অনেকেই বলছেন, 'ফুলে (বিজেপির চিহ্ন পদ্মফুল) ছাপ দিয়েছি কি না জেনেই ওরা জল দিচ্ছে।'

১-ম পাতার পর

কার্ডিও বিভাগে ভর্তি, অথচ হার্টের সমস্যা নেই বালুর

মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হল, তাতে নেই কার্ডিওলজি বিভাগের কোনও চিকিৎসক। প্রশ্ন উঠছে, হার্টের সমস্যা না থাকলেও কার্ডিওলজি বিভাগে কেন ভর্তি? এক্ষেত্রে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অসুস্থতা নিয়েই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন বিরোধীরা। কারণ তিনি অসুস্থতা বোধ করে চিকিতসা করাতে এলেন কার্ডিওলজি বিভাগে। সেখানে এমার্জেন্সিতে আড়াই ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে থাকলেন, বেডও পেলেন সেখানে। অথচ তাঁর চিকিৎসায় যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হল, সেখানে কার্ডিওলজি বিভাগের কোনও চিকিতসকই নেই। কার্ডিওলজির তত্ত্বাবধানে তিনি নেই।

কেন নিউরো মেডিসিনের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হলেন বালু? জানা যাচ্ছে, এমার্জেন্সিতে আড়াই ঘণ্টা যখন পর্যবেক্ষণে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, তাঁর একাধিক পরীক্ষা করানো হয়। কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসকদের ডাক পড়ে। তাঁরা বলেন, বুকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সেরকম কোনও সমস্যা নেই। এরপর ডাক পড়ে নিউরোলজি বিভাগের চিকিতসকদের। কারণ তার আগে বালু একবার বলেছিলেন, তাঁর বাঁ দিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তাঁরা পরীক্ষা করেন। এরপর ঠিক হয় নিউরোলজি মেডিসিনের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ভর্তি হবেন তিনি। কিন্তু কার্ডিওলজি ব্লকের পাঁচ নম্বর কেবিনে ভর্তি হন জ্যোতিপ্রিয়। হাসপাতালের বক্তব্য, আর কোথাও বেড ছিল না। কার্ডিওলজি বিভাগেই বেড ফাঁকা ছিল।

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

ইন্দিরা সাহিত্য পত্রিকা

বিশিষ্ট সাংবাদিক , সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা [নিউজ সারাদিন (বাংলা), আত্মশুদ্ধি (হিন্দী) , দি ইন্টারন্যাশনাল প্রেস (ইংরেজী) এবং ইন্দিরা সাহিত্য পত্রিকার উপদেষ্টা ও বিশেষ অতিথি এবারেও কলম ধরেছেন বিশেষ ব্যক্তিত্বের নানাদিক নিয়ে

ইন্দিরা সাহিত্য পত্রিকা

উত্তর চব্বিশ পরগনা , গোবরডাঙ্গা

আনন্দময় দিব্যপুরুষ

শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী-র

৫১তম আবির্ভাব তিথি উৎসব

উপলক্ষে

৫১টি গ্রামে

১৫ দিন সেবাপক্ষ উদ্‌যাপন

৫১ টি প্রত্যন্ত গ্রাম এবং আদিবাসী অঞ্চলের মানুষকে ৩০ নভেম্বর থেকে ১৫ দিন স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা সেবা, খাদ্য সেবা, শীতবস্ত্র প্রদান, কম্বল প্রদান সহ নানাবিধ সেবাপ্রদান করা হবে।

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, দক্ষিণ কোমালিয়া, নিউ বারাকপুর, কলকাতা-১৩১।

চীন, পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ধ্বংস করতে

ভারতবর্ষের কোন ক্লাসের যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হতে পারে জানেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাফালে। বর্তমানে এশিয়া মহাদেশে শিহরন জাগানোর মতো একটি বিধ্বংসী যুদ্ধবিমান। প্রচুর দেশের হাতে এই যুদ্ধবিমান থাকলেও ভারতবর্ষের হাতে থাকা যুদ্ধবিমানটি আরও বেশি ভয়ংকর বলে ধরা হয়। এছাড়াও ২০২৩ র মধ্যে রাফালেকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা চীন বা পাকিস্তানের মতো দেশের হবেনা।শুধু তাই নয়। ভারত এশিয়া মহাদেশে একমাত্র দেশ যারা রেমজেট বিভিআর অপরেট করছে। তার সাথে রাফালের কারনে ভারত এশিয়ার একমাত্র দেশ যারা সুপারক্রুজ সক্ষমতা অর্জন করেছে। রাফাল ৪টি মিসাইল ও একটি ড্রপ ট্যাঙ্ক নিয়ে মার্চ ১.৪ অর্থাত ১৬০০ কিমি/ঘণ্টা গতিবেগে নীচ থেকে অর্থাত লো ফ্লাই করতে পারে। শত্রুপক্ষের এয়ার ডিফেন্সের মনে ভীত ধরানোর জন্য যথেষ্ট।প্রায় ১৩ টি আলাদা করে মডিফাই করা হবে ভারতের হাতে আসা রাফালের।

রাফালের ১৩টি এর মধ্যে একটি হল "লো ব্যন্ড জ্যমার"। যা রাফালেতে প্রথম থেকেই থাকবে। সুখোইতে যেখানে ভারতের সাপ-১৪ আলাদা ভাবে লাগিয়ে এই ক্ষমতা পাওয়া যায়, সেখানে রাফালের এয়ার ফ্রেমের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড (আগে থাকতেই) অবস্থায় থাকবে। আর এটা শুধু ভায়তীয় রাফালের ক্ষেত্রে। ফ্রান্সের হাতে থাকা অন্যান্য রাফালে শুধু স্পেকট্রার জ্যমিং ক্ষমতা থাকে। লোব্যন্ড জ্যমার ব্যবহার হয় সার্ভেইল্যন্স রেডার আর UHF ফ্রিকুয়েন্সি জ্যম করার জন্য।

আর্চি কমিকের ওপর প্রথম কাহিনীচিত্র;

ভারতে আর্চিস-এর গ্রহণযোগ্যতা অবিশ্বাস্য : জন গোল্ডওয়াটার, সিইও, আর্চি কমিকস

গোয়া, ২২ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : সুপরিচিত আর্চি কমিকস-এর নিষ্পাপ, সরল ও প্রাণময় বন্ধুত্বের বার্তা তুলে ধরা হয়েছে দ্য আর্চিস ছবিতে। দু'ঘণ্টার এই কাহিনীচিত্র তৈরি হয়েছে আজকের নবীন প্রজন্মের জন্য, বললেন ৬ বার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জয়ী নির্দেশক জোয়া আখতার। গোয়ায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে গতকাল 'দ্য আর্চিস- মেড ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক এক বার্তালাপ অধিবেশনে তিনি এই প্রতিক্রিয়া জানান। একটি কমিকস-এর গল্পকে কাহিনীচিত্রে রূপান্তরিত করার বিষয়ে জোয়া আখতার বলেন, আর্চি কমিকস-এর মূল ভাবনা ও ব্যাঞ্জনাকে ধরা এবং তারপরে বিষয়টিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা খুব সহজ নয়। আর্চি কমিকস-এর বিপুল জনপ্রিয়তা কাজটি আরও কঠিন করে তোলে। এই কমিকস-এর প্রতি শৈশবে তাঁর ভালোবাসা, স্মৃতিমেদুরতার অনুভূতিকে সঙ্গে নিয়ে আজকের প্রজন্মের কাছে এ নিয়ে আকর্ষণীয় চলচ্চিত্রায়ন যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। এই ছবির চিত্রনাট্য লেখা নতুন এক অভিজ্ঞতা বলে লেখিকা জানিয়েছেন। আর্চি কমিকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জন গোল্ড ওয়াটার বলেছেন, ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারত এবং সারা বিশ্বে আর্চি কমিকস যেভাবে জনপ্রিয়তার শিখরে রয়েছে তা অত্যন্ত গর্বের। ফিল্ম নির্মাতারা কাল্পনিক চরিত্রগুলিকে যথার্থভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন রূপালি পর্দায়। নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়ার বিষয়বস্তু বিভাগের অধিকর্তা রুচিকা কাপুর শেখ বলেন, আর্চি কমিকস-এর ইতিহাসে ওই চরিত্রগুলিকে নিয়ে প্রথম কাহিনী চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং সারা বিশ্বে তার ফ্র্যানচাইজি পাওয়া তাঁদের কাছে এক স্মরণীয় মুহূর্ত। দ্য আর্চিস

কমিকস 'দ্য আর্চিস'-এর ভারতীয়ত্বে জারিত কাহিনীচিত্রায়ন হল এই ছবি। গল্পের পটভূমিকা ৬০-এর দশকে ভারতের একটি কল্পিত পার্বত্য শহর রিভারডেল-কে ঘিরে। কৈশোরে উপনীত কয়েকজনের প্রেম ও ভালোবাসা, পারস্পরিক দন্দ্ব, মানসিক আঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিবাদের এক সজীব অধ্যায় ছবিটির বিষয়বস্তু। সঙ্গীতময় এই ছবিটি নেটফ্লিক্স-এ আসছে আগামী ৭ ডিসেম্বর।

অ্যান্ড্রো ড্রিমস মণিপুরের মানুষের কাহিনী,

যা কেউ শোনেনি এবং কখনও মিডিয়ার নজরে আসেনি: পরিচালক মীনা লংজাম

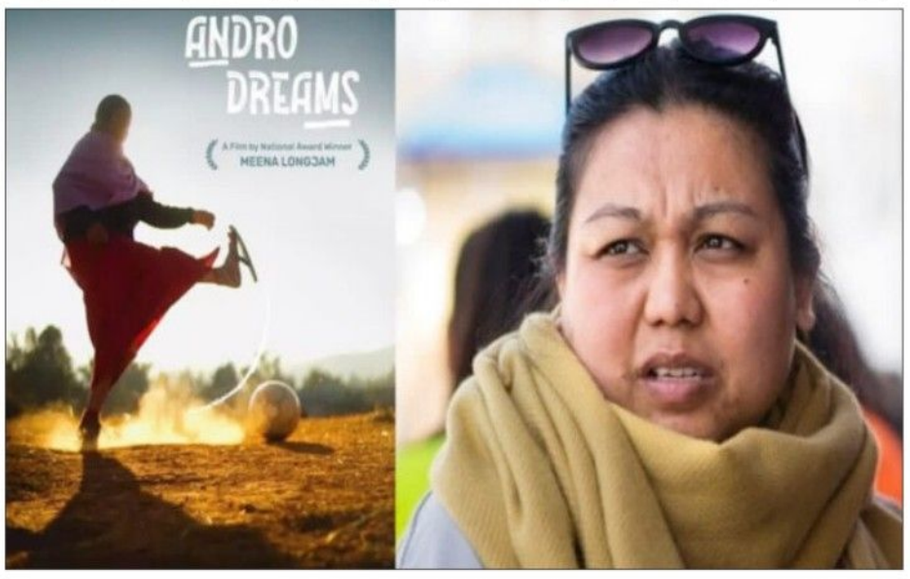

গোয়া ২২ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : উত্তর পূর্বের রাজ্য মণিপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম, যা অ্যান্ড্রোর বাসস্থান হিসেবে পরিচিত। সেখানে একটি হস্ত ও বয়ন শিল্পের দোকান চালান শ্রীমতি লাইবি ফানজৌবাম। সামনের দিক থেকে দেখলে, দোকানটিকে অত্যন্ত সাধারণ বলেই মনে হতে পারে। শ্রীমতি লাইবি ফানজৌবাম কিন্তু সাধারণ মহিলা নন। পিতৃতান্ত্রিক ঘেরাটোপ, আর্থিক প্রতিকূলতা এবং তাঁর গ্রামের মানুষের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন মহিলাদের একটি ফুটবল দল। তাঁর এই অনন্য কাহিনী নিয়ে একটি ছোট কাগজে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, যা জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক শ্রীমতি মীনা লংজামের নজরে পড়ে। আজ এই কাহিনী অ্যান্ড্রো ড্রিমস নামে রূপালি পর্দায় উঠে এসেছে। তথ্য চিত্রটি লাইবির ওপরই তৈরি এবং অ্যান্ড্রো মহিলা মন্ডল অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল ক্লাব নামে তিন দশকের পুরনো মহিলাদের একটি ফুটবল ক্লাব রয়েছে তাঁর। এই ক্লাবেরই সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলার নির্মলা ইতিমধ্যে তাঁর লড়াই-এর জন্য সবার নজর কেড়ে নিয়েছেন। ৬৩ মিনিটের মণিপুরী তথ্যচিত্র অ্যান্ড্রো ড্রিমস দিয়েই ৫৪তম আইএফএফআই-এ ভারতীয় প্যানোরমার অ-কাহিনী চিত্র বিভাগের সূচনা হয়েছে। তথ্যচিত্রটির পরিচালক, প্রযোজক এবং অভিনেতা তিনজনই নারী।

লাইবি ফানজৌবামের অনুপ্রেরণামূলক এই কাহিনী সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরিচালক লংজাম বলেন, লাইবি হলেন তাঁর পরিবারের চতুর্থ কন্যা সন্তান, যাঁকে তাঁর পরিবারের লোকজন প্রায়ই অসম্মানের চোখে দেখতেন। তা সত্ত্বেও তাঁর গ্রামে প্রথম মহিলা হিসেবে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হয়েছিলেন। তাঁর গ্রামে হস্ত ও বয়ন শিল্পের একটি দোকানও প্রতিষ্ঠা করেন।

এই তথ্যচিত্র নিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির কথা জানান লাইবি ফানজৌবাম। ছবিটিতে তাঁর জীবনের বাস্তব কাহিনী ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। গোয়ায় অনুষ্ঠিত ৫৪তম ভারত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পিআইবি আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে লংজাম বলেন, "এটি হল এমন এক কাহিনী যা কেউ শোনেনি এবং কখনও মিডিয়ার নজরে আসেনি।" মণিপুরের অবহেলিত মানুষের জীবন কাহিনী তুলে ধরতে গিয়ে তিনি ঘটনাক্রমে পরিচালক হয়ে উঠেছেন বলে মন্তব্য করেন শ্রীমতি মীনা। সিনেমা জগতের কিংবদন্তী মীনা লংজাম হলেন প্রথম মণিপুরী মহিলা, যিনি তাঁর "অটো ড্রাইভার" ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। ২০-২৮ নভেম্বর পর্যন্ত গোয়ায় অনুষ্ঠেয় ৫৪তম আইএফএফআই-এ এ বছর ২৫টি কাহিনী চিত্র এবং ২০টি অ-কাহিনী চিত্র দেখানো হবে। ভারতীয় ছবির পাশাপাশি এদেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও পরম্পরা তুলে ধরতে ১৯৭৮ সালে আইএফএফআই-এ ভারতীয় প্যানোরমা বিভাগ চালু করা হয়। তখন থেকেই ভারতীয় প্যানোরমা বিভাগে বছরের সেরা ছবিগুলিই প্রদর্শিত হয়ে আসছে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩১৭ সংখ্যা ২৩ নভেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ০৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ধর্মতলার 'শাহি' সভায় একক বেঞ্চের অনুমতিকে চ্যালেঞ্জ! রাজ্য এ বার প্রধান বিচারপতির দুয়ারে

শাসকদল তৃণমূল যেখানে ২১ জুলাইয়ের সভা করে, সেখানে বিজেপির সভা করা নিয়ে এ বার আপত্তি তুলল রাজ্য। সোমবারই কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়েছিল, বিজেপি ওই একই জায়গায় তাদের সভা করতে পারবে। যে সভায় উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে স্বয়ং দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের আপত্তি নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা।পাল্টা আদালত তাদের পর্যবেক্ষণে জানায়, "মামলকারীরা সভার জন্য নিয়ম অনুযায়ী দু'সপ্তাহ আগে আবেদন করেছেন। তা হলে কেন কম্পিউটার জেনারেটেড বিষয়টি সামনে আনা হচ্ছে। এবং তাদেরকে মেনে চলতে বলা হচ্ছে। আদালতের কাছে এটা পরিষ্কার যে, পুলিশ ওই আবেদনকে গুরুত্ব দেয়নি। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কম্পিউটারের এই ত্রুটি তৈরি করা হয়েছে। যাতে মামলাকারী কোনও আবেদন করলেই তা খারিজ হয়ে যায়।" এর পরেই বিজেপিকে সভার জন্য ছাড়পত্র দেন বিচারপতি। বুধবারই মামলাটির পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা ছিল। তবে তার আগেই ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে পাল্টা আবেদন করল রাজ্য। আদালত সূত্রে খবর, প্রধান বিচারপতি ওই মামলার অনুমতি দিয়েছেন। দ্রুত শুনানি হতে পারে মামলাটির।বলেছিলেন, 'স্বাধীন দেশে যে কেউ যে কোনও জায়গায় যেতে পারেন, কারণ না জানিয়ে সভার অনুমতি বাতিল করায় উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ জাগছে।' বিচারপতি মান্থার সেই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করে এ বার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হল রাজ্য। ফলে আবার অনিশ্চয়তা তৈরি হল বিজেপির 'শাহি' সভাস্থল নিয়ে।আগামী ২৯ নভেম্বর ধর্মতলা চত্বরে জনসভার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বঙ্গ বিজেপি। তাদের আর্জি ছিল, ধর্মতলায় সিইএসসির অফিস ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেই সভা করতে দেওয়া হোক তাদের। সেখানে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহেরও। কিন্তু এই সভার জন্য কলকাতা পুলিশের কাছে আবেদন করা হলে তারা অনুমতি দেয়নি। কোনও কারণ না জানিয়েই দু'বার বিজেপির আবেদন খারিজ করেছে তারা। এ বিষয়েই কলকাতা হাই কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে মামলা করেছিল বিজেপি। সোমবার সেই মামলার শুনানি হয় বিচারপতি মান্থার বেঞ্চে। বিচারপতি জানিয়ে দেন, বিজেপি ওই জায়গায় সভা করতে পারবে। তবে একই সঙ্গে বিচারপতি মান্থা বলে দেন, আদালত নয় বিজেপিকে সভার অনুমতি দিতে হবে পুলিশকেই। শুনানি চলাকালীন বিশেষ পর্যবেক্ষণে তাঁকে এ-ও বলতে শোনা যায়, "কোনও কারণ না দেখিয়ে দু'বার অনুমতির আবেদন খারিজ করা হয়েছে। এতেই সন্দেহের উদ্রেক হয়। আমাদের দেশ স্বাধীন, মানুষ যেখানে মন চায় সেখানে যেতে পারে। সবার সমানাধিকার থাকা উচিত।"প্রসঙ্গত, ধর্মতলায় এই সভা হওয়ার অনুমতি চেয়ে গত ১৮ অক্টোবর অনলাইনে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারের কাছে আবেদন করেছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সেই আবেদনে সভার তারিখ ছিল ২৮ নভেম্বর। কিন্তু সেই আবেদন ১৯ অক্টোবরেই খারিজ হয় কম্পিউটারের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে। আবেদনকারীকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই দিন সভার জন্য ফাঁকা নেই।

এর পরে দিন পরিবর্তন করে ২৯ নভেম্বর ওই সভা করতে চেয়ে গত ৬ নভেম্বর আবার আবেদন করা হয় বিজেপির তরফে। ওই আবেদনও একই ভাবে খারিজ করা হয়। দু'বার একই যুক্তিতে কী ভাবে আবেদন খারিজ হল? সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপি অভিযোগ করেছিল এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই কোনও অভিসন্ধি কাজ করছে। এ ব্যাপারে কলকাতা হাই কোর্টে মামলাও করেছিল তারা। গত সোমবার সেই মামলারই শুনানি হয় বিচারপতি মান্থার বেঞ্চে। কলকাতা পুলিশ সেখানে জানিয়েছিল, "কম্পিউটার জেনারেটেড মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আবেদন বাতিল হয়ে গিয়েছে।"

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

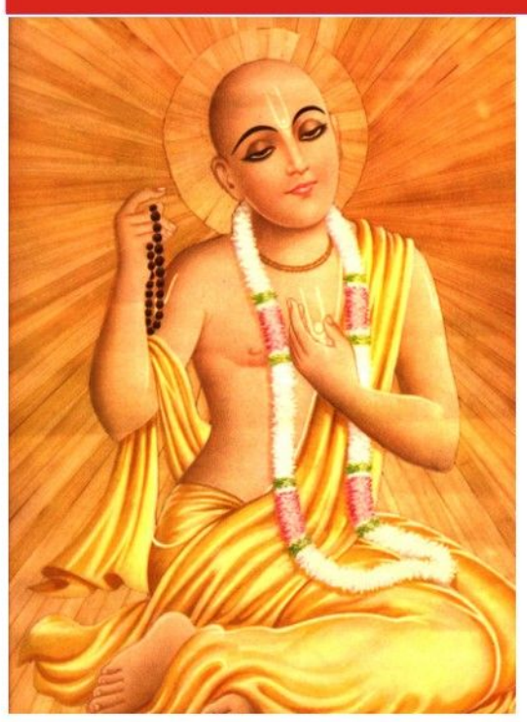

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কলিঙ্গযুদ্ধের হতাশাব্যাঞ্জক ফলাফলের পিছনেও কলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধরের প্রতাপরুদ্র-বিরোধী ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়।

কলিঙ্গযুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায় ১৫১৪ সালে দখল করলেন উদয়গিরি। ১৫১৫ সালে জয় করলেন গুন্তুর জেলার কোন্ডবীডু। তিনি রাজপুত্র বীরভদ্রকে বন্দি করে এগিয়ে এলেন সীমহাচলম্ পর্যন্ত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

আলাদা করে দেয় শিব ঠাকুরকে। শিবের কাহিনি অনাদি কালের। হরপ্পা সভ্যতায় পূজা পেতেন এক যোগী পশুপতি। পরবর্তী কালের আর্য ঋষিরা পশুপালক ভেষজরক্ষক একাদশ রুদ্রের স্তোত্র রচনা করেছেন। আর্য ঋষিরা কিন্তু লিঙ্গ-উপাসক শিশ্নদেব, উন্মত্তবৎ আচরণ করা কেশী ও পিঙ্গলবস্ত্রধারী মুনিদের কথা জানতেন ।বৌদ্ধদের মতে শিব হলেন দেবপুত্ত। দীঘ নিকায় গ্রন্থে লেখা আছে বেন্হু বা বিষ্ণু ও ঈশান বুদ্ধকে দেখতে এসেছেন। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে এসে উমা, বিনায়ক, আয়াপ্পান ও স্কন্দ সহ নানা গ্রামদেবতার মত শিব দেবলোকে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই ইতিহাস আদি অনাদিকাল ধরে বয়ে চলেছে,হিন্দু শাস্ত্র মতে সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা হলেন মহাদেব। এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড ও মানুষ সৃষ্টির মূল কারিগর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তবে ইতিহাস আজো আমাদের অজানা। ইতিহাস যে চিরন্তন সত্য কথা বলে, সে কথা অস্বীকার করার মতো কেউ নেই। বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন এই পৃথিবীতে বসবাস করা কোনও মানুষেরই মৃত্যু হত না। ফলে একটা সময়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর খবার শেষ হতে শুরু করেছিল। সে সময়ই যম রাজ প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় ঘটালো মানুষের। কারণ এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসাটা খুব দরকার ছিল। আর সেই কাজটিই করেছিলেন যোম রাজ। কিন্তু এর প্রভাবে মানুষের মনে মৃত্যু ভয় এমন ঢুকে গিয়েছিল যে তাদের সব সময়ই মনে হত তারা মরে যাবেন। এমনকি এই ভয়ের কারণে শরীরও ভাঙতে শুরু করেছিল। সে সময়ই ভগবান শিব মানবজাতির হাতে তুলেছি এক ব্রহ্মাস্ত্র, যে অস্ত্রের বলে ভয়ের উপর জিত সম্ভব ছিল। সেই ব্রহ্মাস্ত্র কি ছিল জানেন? মাহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি তিনি মৃত্যুঞ্জয়,তাই এই মন্তের নাম হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

ওঁ হূম জূম স্বহা ওঁ ত্রৈয়ম্বকম্ য়জামহে
সূগন্ধিম পূষ্টিবর্ধনম ।
উর্বারুকমিব বন্ধনাম
মৃত্যুরমোক্ষিয় মামৃতাত ॥
ওঁ স্বহা জূম হূম ওঁ

ত্রৈয়ম্বকম : তিন নেত্র বা চোখ আছে যার।
য়জামহে : যার আমরা পুজো করি।
সূগন্ধিম : সুগন্ধ যুক্ত।
পূষ্টি : যা শক্তি যোগায়।
বর্ধনম : যা বৃদ্ধি করে বা শক্তি যোগায়।
উর্বারুকমিব : শশার মত।
বন্ধনাম : বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন যিনি।
মৃত্যুর : মৃত্যু থেকে।
মোক্ষিয় : মোক্ষলাভ।

মামৃতাত : মোক্ষলাভ থেকে মুক্ত করে।বাংলা ভাবার্থ : যার তিনটি নেত্র রয়েছে যিনি জগতের লালন পালন করেন। তার কাছে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন আমাদের মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। ঠিক যেমন একটি শশা পরিপক্ব হয়ে তার শাখা প্রশাখার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ঠিক তেমনই আমরা যখন জ্ঞানের আলোকে পরিপক্ব হয়ে উঠব তখন যেন আমরা মুক্তি লাভ থেকে বঞ্চিত না হই অর্থাৎ মোক্ষলাভ করতে পারি।

" প্রসঙ্গত, চার লাইনে ভাঙা এই মন্ত্রটির প্রতিটি লাইনে আটটা চিহ্ন রয়েছে, যা উচ্চারণ করার সময় সারা শরীরজুড়ে একটা কম্পন ছড়িয়ে পরে। এই কম্পনই শরীরে ভেতরে থাকা হাজারো ক্ষতকে নিমেষে সারিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এই মন্ত্রটি। আধুনিক কালে এই মন্ত্রটিকে নিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে মন্ত্রটি পাঠ করার সময় মস্তিষ্কের অন্দরে থাকা নিউরনগুলি এতটাই অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে ধীরে ধীরে মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তিরও উন্নতি ঘটে। মানব জাতির উন্নতির একমাত্র ভরসা ও আরদ্ধ দেবতা শিব।সেই কারনে কাশ্মীরে লেখা হয় শিবসূত্র। দক্ষিণে রাবণ ছিলেন শিবের উপাসক। বিষ্ণুভক্ত আড়বারদের মত শৈব নায়নার গোষ্ঠী শিবভক্তিতে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের মত উচ্চনীচ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। তামিল ভাষায় রচিত হয় ভক্তিবাদী 'দেবারম্ স্তোত্র। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় হয় শৈব দর্শন অনুসরণকারী। দক্ষিণী আগম শাস্ত্রের মত শিব পুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ রচিত হয়েছে উত্তর ভারতে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও অতিকায় শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। তামিল 'শিবপ্পু' বা রক্তবর্ণ থেকে হয়তো শিব শব্দের উৎপত্তি। রাঢ়ের রক্ত মৃত্তিকার সঙ্গে কান্তারবাসী রুদ্র শিবের মিল অনেক। বাংলায় তিনি গঞ্জিকাসেবী ভুঁড়িওয়ালা এক আলাভোলা ব্যক্তি। চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে। মালদা মুর্শিদাবাদে গাওয়া হয় গমীরা ও গম্ভীরা। কথিত আছে, এক সাধু শিব ঠাকুরকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, কে ছিল তার বাবা? এই প্রশ্নের উত্তরে শিব জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন তার বাবা। এরপরই ফের আবার সেই সাধুটি শিব ঠাকুরের কাছে জানতে চায়, তার দাদুর নাম কি ছিল? শিব জানায়, তার দাদু ছিলেন বিষ্ণু। কিন্তু এই উত্তর জেনেও দমে থাকেন নি সাধু। তিনি জানতে চান, শিবের প্রপিতামহ কে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুনে চমকে যান ওই সাধু। শিব জানায়, সে নিজেই নিজের প্রপিতামহ। কেন বলেছিলেন জানেন, সে কথায় অনুসন্ধানে যা বেরিয়ে এলে সেটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছে!ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না।বিষ্ণু বললেন,ওহে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি। তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।' এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন। তিনি শ্বেত রাজহংসের রূপ ধরে উপরে উড়ে গেলেন। বিষ্ণু শ্বেতবরাহের রূপ ধরে নিচে নেমে গেলেন। এক হাজার বছর ধরে তাঁরা সেই লিঙ্গের উৎস খুঁজে ফিরলেন, কিন্তু পেলেন না। তখন তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এসে প্রার্থনা শুরু করলেন। একশো বছর প্রার্থনার পর একটি ওঁ-কার ধ্বনি তাঁদের শ্রুতিগোচর হল এবং এক পঞ্চানন দশভুজ দেবতার আবির্ভাব ঘটল তাঁদের সম্মুখে। ইনিই মহাদেব শিব।বিষ্ণু বললেন, 'ব্রহ্মা আর আমি যুদ্ধ করে ভালোই করেছি। সেই জন্যই তো আপনি আবির্ভূত হলেন।'শিব উত্তরে বললেন, 'আমরা একই সত্ত্বার তিনটি অংশ। আমরা ত্রিধা বিভক্ত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা ও আমি ধ্বংসকর্তা। আমার শরীর থেকে রুদ্র নামে আর এক সত্ত্বার জন্ম হয়েছে। যদিও রুদ্র আর আমি একই সত্ত্বা। ব্রহ্মা, আপনি এবার সৃষ্টিকর্ম শুরু করুন।' এই বলে শিব অদৃশ্য হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের রাজহংস ও বরাহের রূপ পরিত্যাগ করলেন।তবেই পুরাণ-লোকশ্রুতি অনুসারে শিব-গৌরীর বিয়ের স্থানটি উত্তরাখণ্ডে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামে। মন্দাকিনী ও শোনগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই পৌরাণিক জনপদটি ছিল হিমালয় রাজার রাজধানী। এই বিবাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। আর নারায়ণ গৌরীকে সমর্পণ করেন শিবের হাতে। চৈত্রে শিবগাজন উৎসব অনেকের মতে হর-কালীর বিয়ের অনুষ্ঠান। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, 'শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হর-কালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু গাজন শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহ-ই প্রচ্ছন্ন।' তবে বিজ্ঞানের মতবাদ অনুযায়ী কোনো বস্তু কিছু না থেকে সৃষ্টি হয়ে কিছু না তে শেষ হয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সমস্ত বস্তু শিব থেকে এসেছে আবার সেটি শিবে মিশে যাবে। শিব গোটা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে বিরাজ করে। এক কথায় বলা যায় শিবই হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। বিজ্ঞানের কথায় শক্তির সৃষ্টি ও বিনাশ নেই শক্তিকে কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে ও শক্তির অন্য রূপ শিবের কোন সৃষ্টি ও বিনাশ নেই। হিন্দু শাস্ত্র মতে শিবের অনেক রূপ রয়েছে। সবগুলোই আমি নিজে থেকে বহু ক্ষেত্রে বহুভাবেই উপলব্ধি করেছি, জীবনে চলার পথে অনেক বাধা অতিক্রম করে স্বয়ং শিব জেন আমাকে বারবার রক্ষা করেছে এই ধামেতেই ।

আমাদের কখন মৃত্যু হয় যখন আমাদের শরীরে এনার্জি অর্থাৎ শিব থাকেনা। এক কথায় বলা যায় শিব হীন দেহ শবে পরিণত হয়। অতএব আমাদের সকলের শরীরের মধ্যে শিব অবস্থান করে।শিব পুরান অনুযায়ী আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ১১টি রুদ্রের রূপ রয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে রুদ্রের রূপের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ওই পিন্ডটির অভ্যন্তরীণ যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা শিবের তান্ডব নৃত্যের ফলে হয়ে ছিল। আর এই নৃত্য কে কসমিক ড্যান্স বলে। শিবের এই রূপকে নটরাজ বলে। নটরাজ এর পিছনের গোলাকার চূড়াটি ব্ল্যাকহোল কে নির্দেশ করে। শিবের নৃত্যের এনার্জির ভাইব্রেশান থেকে এই চক্রের সৃষ্টি। চক্র অপর নাম পৃথিবী ,এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একটি পিন্ড থেকে। ওই পিন্ডটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে আমাদের প্রশ্ন জাগবে যে এই পিন্ডটির উৎপত্তি কোথা থেকে? কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এর সঠিক বাখ্যা দিতে পারেননি। কোন রহস্যময় ঘটনার ফলে এই পিন্ডটির উৎপত্তি। কিন্তু এই পিন্ডটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। এই রহস্যময় জিনিসটি হল অসমিত এনার্জি ও উর্জাতে পরিপূর্ণ ছিল। আর এই রহস্যময় জিনিসটি হল সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা শিব। এই পিন্ডটির কখনও বিনাশ নেই। আর শিবেরও সৃষ্টি, বিনাশ নেই।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বলিউডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করছেন প্রিয়াঙ্কা?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০১৮ সালে মার্কিন পপ তারকা নিক জোনাসকে বিয়ে করার পর লস অ্যাঞ্জেলেসেই সংসার পেতেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। বিয়ের পর থেকেই বলিউডের সঙ্গে সম্পর্কের টান ধরেছে তার। এই সময়ের মধ্যেই হলিউডে নিজের জায়গা শক্ত করে নিয়েছেন দেশি গার্ল।

মেয়ে মালতীকে নিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রাসাদোপম বাড়িতেই এখন থাকেন তারা। যদিও মুম্বাইয়ে যাতায়াত রয়েছে প্রিয়াঙ্কার। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে নিজের দুটি ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিলেন প্রিয়াঙ্কা। বলিপাড়ার এক পরিচালকের কাছেই বিক্রি করলেন তার ফ্ল্যাট দুটি। অভিনেত্রীর এই ফ্ল্যাট দুটি মুম্বাইয়ের আন্ধেরিতে লোখন্ডওয়ালা এলাকায় অবস্থিত। মূলত অফিস হিসাবেই ওই অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবহার করতেন তিনি। খবর, প্রায় ৬ কোটির বেশি টাকার বিনিময়ে সেই সম্পত্তি বেঁচে দিয়েছেন তারকা। ২০২১ সালে ওই সম্পত্তি ভাড়া নিয়েছিলেন এক দন্ত্য চিকিৎসক দম্পতি। এতদিন তার জন্য মাসিক দুই লাখের বেশি ভাড়াও গুনতে হয়েছে তাদের। এবার সেই ফ্ল্যাট দুটি কিনে নিলেন পরিচালক অভিষেক চৌবে। একটি প্রায় ২.২৩ কোটি টাকায়, অন্যটি ৩.৭৫ কোটিতে বিক্রি হয়েছে। চলতি বছর অক্টোবর মাসে সম্পত্তির হস্তান্তর হয়।

খুব শিগগির হলিউডে 'হেড অফ স্টেট' ছবিতে দেখা যাবে প্রিয়াংকাকে। এ ছাড়া শোনা যাচ্ছে, 'ডন ৩' ছবির জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাকে। তিনি সম্মতি দিয়েছেন কিনা, তার সদুত্তর মেলেনি।

সাপ নিয়ে কী করছেন শাহরুখ!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শাহরুখের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এতে দেখা যাচ্ছে কাঁধে ও হাতে সাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শাহরুখ। এমন দৃশ্য দেখে কিং খান ভক্তদের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাপ নিয়ে কী করছেন শাহরুখ। ঘটনাটি এবার সবিস্তারেই জানা যাক।

কয়েকদিন আগে ঈশা আম্বানি ও আনন্দ পিরামলের যমজ সন্তান, কৃষ্ণা ও আদিয়ার জন্মদিনের পার্টিতে হাজির হয়েছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। সেই অনুষ্ঠানেরই একটি ভিডিও দেখা গেল হালকা মেজাজে অনন্ত আম্বানি ও তার বাগদত্তা রাধিকা মার্চেন্টের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন কিং খান। সেই সময়ই বাদশাহর হাতে একটি সাপ তুলে দেন অনন্ত, যা মুহূর্তের আনন্দ বহুগুণে বাড়িয়ে তোলে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় কিং খানের একাধিক ফ্যান পেজে সাপের সঙ্গে শাহরুখ খানের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেছে এখন। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কালো স্যুট আর সানগ্লাস পরে খুব ক্যাজুয়ালি দাঁড়িয়ে ছিলেন শাহরুখ।

পাশে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্ট। সেই সময় খেলার ছলেই অনন্ত এসে শাহরুখের হাতে একটি হলুদ রঙের সাপ তুলে দেন। একইসঙ্গে পেছন থেকে আরও একজন শাহরুখের গলায় একটি সাপ ঝুলিয়ে দেন।

হঠাৎ পাওয়া সারপ্রাইজে যদিও বিশেষ ঘাবড়ে যাননি অভিনেতা। কোনো ভয় তার চোখেমুখে দেখা যায়নি। শাহরুখের হাতে সাপ তুলে দেওয়ার সময়ে রাধিকার গলায় উত্তেজনা শোনা যায়।

শাহরুখ খান ছাড়াও বলিউডের একাধিক মেগাস্টার তারকা এদিন মুকেশ আম্বানি ও নীতা আম্বানির নাতি-নাতনিদের জন্মদিনে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ, কিয়ারা আদবাণী, কারিশা কাপুর, অনন্যা পাণ্ডে, আদিত্য রায় কাপুর। নিজের দুই যমজ, যশ ও রুহিকে নিয়ে হাজির ছিলেন করণ জোহর।

শাহরুখ খান আপাতত এ বছরে তার তৃতীয় সিনেমা 'ডাঙ্কি'র মুক্তি নিয়ে ব্যস্ত। এই প্রথম তিনি পরিচালক রাজকুমার হিরানির সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন। ২২ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে এ সিনেমা। কিং খানের সঙ্গে অভিনয়ে দেখা যাবে তাপসী পান্নু, ভিকি কৌশল, বোমন ইরানি প্রমুখকে। আজ আমদাবাদে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া, বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচ দেখতে পৌঁছে গেছেন শাহরুখ খান ও গৌরী খান।

সালমান খানের হাতে ঘড়ির মূল্য প্রায় আড়াই কোটি!

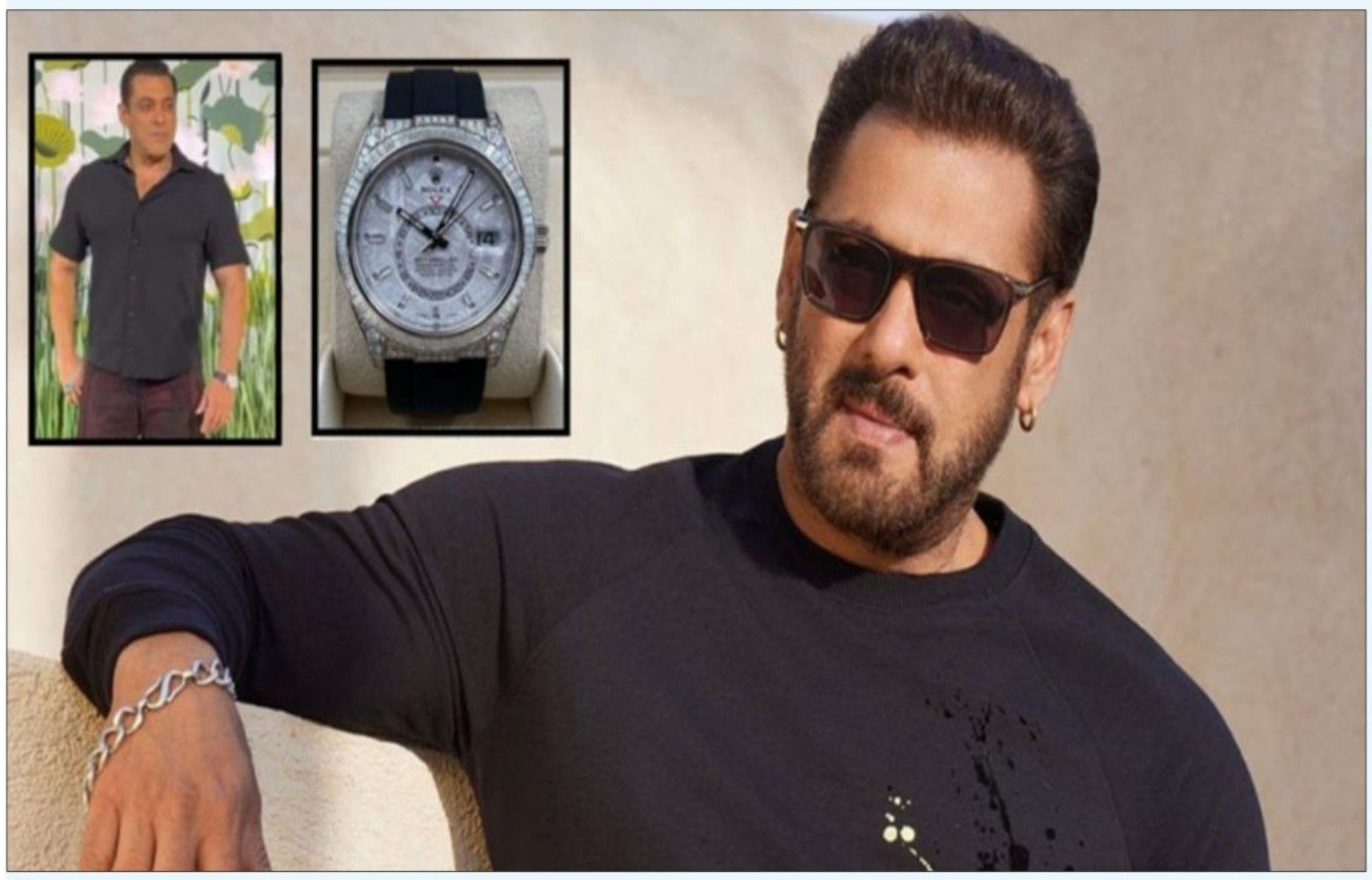

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রী মানেই তো স্টাইল আইকন। আর তিনি যদি হোন বলিউড ভাইজান তাহলে তো কথাই নেই। হ্যাঁ, বলিউডের তারকাদেরও আইকন তিনি। তাই তো যেনো তেনো হয়ে থাকলে চলবে না তার। স্টাইলে সবাইকেই ছাড়িয়ে থাকতে হবে। থাকছেনও। সালমান খানের গাড়ির প্রতি ভালোবাসার কথা অনেকেই জানেন। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন তিনি। এবার তার একটি হাতঘড়ি নজর কেড়েছে নেটিজেনদের। কারণ এ ঘড়ির মূল্য জানলে চোখ কপালে উঠে যাবে!

কয়েক দিন আগে দীপবলি উপলক্ষে বোন অর্পিতার বাড়িতে গিয়েছিলেন সালমান খান। তারই ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়। তাতে দেখা যায়, ক্যাজুয়াল লুক আনতে সালমান পরেছেন কালো রঙের স্টাইলিস্ট শার্ট। সবকিছু ছাপিয়ে সালমানের হাতঘড়িটি নজর কেড়েছে দ্য ইন্ডিয়ান হোরোলজির বরাত দিয়ে সিয়াসাত ডটকম জানিয়েছে, সালমানের হাতের ঘড়িটি 'রোলেক্স' ব্র্যান্ডের। বিশ্বের বিলাসবহুল হাতঘড়ির জগতে অন্যতম ব্র্যান্ড এটি। এ ঘড়ির মূল্য ২.৯ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকার বেশি)। ঘড়িটির এত মূল্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছেন নেটিজেনরা।

সালমান খান অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'টাইগার থ্রি'। বরাবরের মতো এ সিনেমায়ও তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। গত ১২ নভেম্বর বিশ্বের ৮ হাজার ৯০০ পর্দায় মুক্তি পেয়েছে যশরাজ ফিল্মস প্রযোজিত এই সিনেমা। এটি পরিচালনা করেছেন মণীশ শর্মা।

মিস ইউনিভার্সের মুকুট জিতলেন নিকারাগুয়ার শেনিস পালাসিওস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মিস ইউনিভার্স ২০২৩-এর মুকুট মাথায় উঠেছে নিকারাগুয়ার শেনিস পালাসিওসের। মধ্য আমেরিকার দেশ এল সালভাদরের সান সালভাদরের জোসে অ্যাডলফো পিনেদা এরিনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ইভেন্ট। স্থানীয় সময় শনিবার প্রতিযোগিতার জাঁকালো ফাইনালে পালাসিওকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রথম নিকারাগুয়ান নারী হিসেবে এই তরুণী মিস ইউনিভার্স জিতলেন। তার মাথায় বিজয়ীর মুকুট পরিয়ে দেন গত বছরের মিস ইউনিভার্স যুক্তরাষ্ট্রের আর্ব্বনি গ্যাব্রিয়েল।

প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মোরায়া উইলসন। আর প্রথম রানার আপ হন থাইল্যান্ডের অ্যান্তোনিয়া পোরসিল্ড। এবার ৭২তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ৮৪টি দেশ এবং অঞ্চলের প্রতিযোগীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মাঠে ঢুকে

ফিলিস্তিনের মুক্তি চাইলেন দর্শক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বের সবচেয়ে বড় নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রোববার বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলতে নেমেছে স্বাগতিক ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। টস হেরে ওই ম্যাচ প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নামে ভারত। প্রথম ইনিংসের শুরুতেই নিরাপত্তা কর্মীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাঠে ঢুকে পড়েন এক দর্শক। তার টি-শার্টের পেছনে লেখা ছিল ফ্রি প্যালেস্টাইন। এছাড়া হাতে ছোট একটি ফিলিস্তিনের পতাকা ছিল। মুখে পরা ছিল মাস্ক। তিনি মাঠে ঢুকে ভারতীয় ব্যাটার বিরাট কোহলিকে জড়িয়ে ধরেন। এছাড়া টি-শার্টের লেখার প্রতি নির্দেশ করেন। নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে ধরতে এলে দৌড়ও শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে ধরে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যান। ততক্ষণ ম্যাচ বন্ধ ছিল। তার পরিচয় সংবাদ মাধ্যম জানায়নি। তবে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম মনে করছে, তিনি প্যালেস্টাইনের লোক নন। দেশটির স্বাধীনতার পক্ষের ব্যক্তি।

টুর্নামেন্ট সেরা কোহলি, ম্যাচ সেরা হেড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের বিপক্ষে তাদেরই মাঠে ফাইনালে ৬ উইকেটের বড় জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। রেকর্ড ছয়টি ওয়ানডে বিশ্বকাপের শিরোপা ঘরে তুলেছে অজিরা। দলকে শিরোপা জেতাতে বড় ভূমিকা রেখেছেন দলটির ওপেনার ট্রাভিড হেড। তিনি দলের বিপদে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ১২০ বলে খেলেছেন ১৩৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস। ১৫টি চারের সঙ্গে মেরেছেন চারটি ছক্কার শট। ২০০৭ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার অ্যাডাম গিলক্রিস্টকে মনে করিয়েছেন। ওই ইনিংস খেলা হেড ম্যাচ সেরা হয়েছেন তিনি। এছাড়া টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন বিরাট কোহলি। ডানহাতি এই টপ অর্ডার ব্যাটার বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৭৬৫ রান করেছেন। এর আগে কোন ব্যাটার সাতশ রানের ঘরে ঢুকতে পারেননি। ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ওই পারফরম্যান্স করায় টুর্নামেন্ট সেরা হয়েছেন তিনি। টুর্নামেন্ট সেরা হওয়ার দৌড়ে ছিলেন ভারতের পেসার মোহাম্মদ শামি। তিনি ৭ ম্যাচ খেলে আসরের সর্বোচ্চ ২৪ উইকেট নিয়েছেন। ২৩ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় সেরা ছিলেন ১১ ম্যাচ খেলা জাম্পা। তবে কোহলির অসাধারণ ব্যাটিং পারফরম্যান্সের কারণে টুর্নামেন্ট সেরা হওয়া হলো না তার।

বিশ্বকাপে ফ্রান্স-জার্মানির জয়রথ ছুটছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্দোনেশিয়ায় অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল বিশ্বকাপে জয়রথ ছুটছে জার্মানির কিশোরদের। শতভাগ জয়ের রেকর্ড অক্ষুণ্ন রেখে দলটি। সর্বশেষ ৩-০ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনিজুয়েলাকে।

তিন ম্যাচে তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এফে'র সেরা হয়ে নকআউটে জায়গা করে নিয়েছে জার্মানি। এই ম্যাচে হেরেও অবশ্য নকআউটে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গী হয়েছে ভেনিজুয়েলাও। জাকার্তা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে খেলা শুরুর বাঁশি বাজার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রবার্ট রাম্স্যাকের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি। ৪২ মিনিটে ব্যবধান ২-০ করেন এরিক ডা সিলভা মোরেইরা। বিরতির পর ম্যাচে দ্বিতীয়বার লক্ষ্যভেদ করে ব্যবধান ৩-০ করেন রবার্ট রামস্যাক। শতভাগ জয়ের রেকর্ড ধরে রেখে নকআউটে উঠেছে ফ্রান্স অনূর্ধ্ব-১৭ দলও। গত শুক্রবার তারা ৩-০ গোলে হারিয়েছে যুক্তরাস্ট্রকে। তিন ম্যাচে তিন জয়ে ৯ পয়েন্ট অর্জন করে গ্রুপ 'ই'র সেরা হয়ে পরের রাউন্ডে উঠে ফ্রান্স।

এই ম্যাচে হেরেও ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্স আপ হয়ে নক আউটে জায়গা করে নিয়েছে যুক্তরাস্ট্রও। শেষ ষোলোয় ফ্রান্স কিশোররা খেলবে সেনেগাল অনূর্ধ্ব-১৭ দলের বিপক্ষে। আর জার্মানির প্রতিপক্ষ যুক্তরাস্ট্র।

কোনোমতে কান্না সামলে

বিরাটকে জড়িয়ে ধরলেন আনুশকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টানা দশ ম্যাচ জয়ের পর কেউ কী ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিলেন ফাইনালে ভারত হেরে যাবে? কিন্তু সেটাই ঘটলো। বিশ্বকাপের ফাইনালে এসে হেরে গেল ভারত।

বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুলের অর্ধশতরানকে ছাপিয়ে শতরান করে অস্ট্রেলিয়াকে জিতিয়ে দিলেন ট্রাভিস হেড। ১২০ বলে ১৩৭ রান করে। ভারতের হারে ক্রিকেটাররা যেমন বিমর্ষ ছিলেন, তেমনই দর্শকাসনে হাজির থাকা স্ত্রী-বান্ধবীরাও আবেগ চেপে রাখতে পারেননি। কোহলির সন্তানসম্ভবা স্ত্রী আনশকা শর্মাকেও কান্না সামলাতে দেখা গেছে। পরে মাঠে নেমে কোহলিকে জড়িয়ে ধরে স্বান্তনা দিতে দেখা গেছে তাকে।

ফাইনাল ম্যাচের দিন দুয়েক আগেই আহমেদাবাদ চলে গিয়েছিলেন আনশকা। স্বামী বিরাট কোহলি এবং ভারতীয় দলকে সমর্থন করতে ম্যাচের বেশ কিছুক্ষণ আগেই পৌঁছে যান স্টেডিয়ামে। কিছুক্ষণ পরে সেখানে এসে পৌঁছন আতিয়া শেট্টি, যিনি লোকেশ রাহুলের স্ত্রী। একে একে রবিন্দ্র জাদেজার স্ত্রী রিভাবা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের স্ত্রী প্রীতি এবং রোহিত শর্মার স্ত্রী রিতিকাকেও এসে পৌঁছাতে দেখা যায়। আনশকা এবং আতিয়া পাশাপাশি বসে খোশ-গল্পে মেতেছিলেন। ম্যাচের মাঝে সে দৃশ্যও কয়েকবার দেখা গেছে।

কিন্তু উইকেটে ট্রাভিস হেড এবং লাবুশেন জমে যেতেই ম্যাচের ফলাফল স্পষ্ট হয়ে যায়। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের শটে অস্ট্রেলিয়ার জয় নিশ্চিত হতেই দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলেন আনশকা। চোখে হাত দিয়ে কোনোমতে কান্না সামলাতে দেখা যায় তাকে। কিন্তু পুরোপুরি এড়াতে পারেননি। পরের দিকে মাঠে নেমে আসেন। এসে জড়িয়ে ধরেন কোহলিকে। সেই ছবিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

রেকর্ড ১৪ গোলে ফ্রান্সের জয়,

এমবাপ্পের হ্যাটট্রিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরো বাছাইয়ে জয়ের ব্যবধানে নতুন রেকর্ড গড়েছে ফ্রান্স। জিব্রাল্টারের বিপক্ষে গোল উৎসব করেছে সাবেক চ্যাম্পিয়ন দলটি। ১৪-০ গোলে জয় পেয়েছে ফ্রান্স। এটি শুধু ইউরো বাছাইয়েই নতুন রেকর্ড নয়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সঙ্গে তুলনা করলেও এটি বড় জয়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ২০০৬ সালে জার্মানি সান মারিনোকে ১৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল। তাছাড়া নিজেদের ফুটবল ইতিহাসেও ফরাসিদের এত বড় জয় আগে ছিল না।

ম্যাচের শুরু থেকেই জিব্রাল্টারকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে থাকে ফ্রান্স। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ১৯৮ নম্বরে থাকা দলটির বিপক্ষে ফ্রান্সের ৯ খেলোয়াড় গোলের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তবে গোলের সূচনা তারা করতে পারেননি, বরং করেছিল জিব্রাল্টার। তৃতীয় মিনিটে আত্মঘাতি গোলে সুবাদে এগিয়ে গিয়েছিল ফ্রান্স। শুরুতেই জিব্রাল্টার লাল কার্ড পাওয়ায় ফ্রান্সের গোল উৎসবের পথটা সহজ হয়ে যায়। গোলবন্যার ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পে। জোড়া গোল করেছেন কিংসলে কোমান ও অলিভার জিরু। একটি করে গোল করেছেন উসমান দেম্বেলে, মার্কাস থুরাম, আদ্রিয়ান রাবিও, ওয়ারেন জাইরে-এমেরি, জোনাথান ক্লাউস ও ইউসুফ ফোফানা। ফরাসিরা আগেভাগে চূড়ান্ত পর্ব নিশ্চিত হওয়ায় এদিন অভিষেকের সুযোগ হয়েছে ১৭ বছর বয়সী জায়ার এমেরির। ১৯১৪ সালের পর সর্বকনিষ্ঠ ফরাসি খেলোয়াড় হিসেবে অভিষেক করার কীর্তি গড়েছেন তিনি। পাশাপাশি সর্বকনিষ্ঠ হিসেবেও গোল করার কীর্তি গড়েছেন। মাত্র ১৬ মিনিটের মধ্যে গোলের দেখা পান এ টিনএজার। তবে বেশিক্ষণ মাঠে থাকতে পারেননি। গোল করার পরও অভিষেকটা আনন্দময়ও হয়নি তার। মারাত্মক ফাউলের শিকার হয়ে ২০ মিনিটের সময় মাঠ ছাড়তে হয় তাকে। ১৯১৪ সালের পর এই প্রথম ফ্রান্স দলে এত কম বয়সী খেলোয়াড়ের অভিষেক হলো।

'রোহিত বড্ড হতভাগা', হেডের সমবেদনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের হয়ে ২০১৯ বিশ্বকাপের দুর্দান্ত খেলেছিলেন রোহিত শর্মা। ওই আসরের সর্বোচ্চ রান করেছিলেন তিনি। কিন্তু ফাইনালে যেতে পারেনি তার দল। ২০১৫ বিশ্বকাপেও হেসেছিল তার ব্যাট। কিন্তু সফলতা পায়নি দল। এবার ঘরের মাঠে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ব্যাট হাতে আসরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫৯৭ রান করেছেন রোহিত। এমনকি ফাইনালে ৩১ বলে ৪৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেছেন তিনি। কিন্তু এবারও শিরোপা জেতা হলো না তার। ওয়ানডে ক্রিকেটের তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩১ সেঞ্চুরির মালিক। দশ হাজারের ওপরে রান করা তার মতো একজন কিংবদন্তির বিশ্বকাপ জিততে না পারায় তাকে হতভাগা বলে উল্লেখ করেছেন হেড। ফাইনালে ১২০ বলে ১৫টি চার ও চারটি ছক্কার শটে ১৩৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলা হেড বলেছেন, 'রোহিত শর্মা সবচেয়ে হতভাগা ক্রিকেটার।' এছাড়া বিশ্বকাপ জিতবেন এটা কল্পনাও করেননি বলে মন্তব্য করেছেন হেড, 'কখনই এই মুহূর্ত কল্পনা করিনি, এক মিলিয়ন বছরেও নয়। সত্যিই অসাধারণ এক দিন।'

শিরোপা হওয়ার পথে টসের ভূমিকা আছে বলেও মনে করেন হেড, 'ঘরে বসে থাকার চেয়ে (ইনজুরি নিয়ে) এখানে দলের হয়ে অবদান রাখতে পেরে ভালো লাগছে। টস জেতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্যাট কামিন্সের বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত খুব ভালো ছিল। মার্শ ইনিংসের টোন সেট করে দিয়েছিলেন। আমরা জানতাম পরে উইকেট কঠিন হবে।'

হারের পর

যা বললেন ভারতীয় কোচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে টানা ১০ ম্যাচ জেতা ভারত ব্যাটিং-বোলিং সবক্ষেত্রেই পারফরম্যান্স দেখিয়েছে সমানতালে। কিন্তু ফাইনালে সেই ভারতকে দেখা যায়নি চেনা রূপে। সেমিফাইনালে যেই ভারত ৪০০ রানের কাছাকাছি করেছিল, সেই দল ফাইনালে ২৪০ রানেই অলআউট।

দ্রুত উইকেট হারানোয় অনেক সময়ই ভারতের খেলা স্লো হয়ে গেছে। ১০৭ বল খেলে ৬৬ রান করে আউট হন লোকেশ রাহুল। কোহলি ৫৩ রান করতে খেলেছেন ৬৪ বল এবং সূর্যকুমার ২৮ বলে ১৮ রান করেছেন।

ফাইনালের পর প্রশ্ন ছিল ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কাছে, তারা কি একটু ভয় পেয়ে খেলেন?

উত্তরে দ্রাবিড় বলেন, আমি এটা বিশ্বাস করি না যে এই টুর্নামেন্টে ভয় নিয়ে খেলেছি। এই ফাইনাল ম্যাচেও ১০ ওভারে ৮০ রান ছিল আমাদের। এরপর আমরা উইকেট হারিয়েছি। যখন আপনি উইকেট হারাবেন, আপনার কৌশল ও টেকটিকস বদলাতে হবে। আমরা এই টুর্নামেন্টে ওটাই করেছি।

ফাইনালে নামার আগে অনেকটাই ফেভারিট ছিল ভারত। এই বিশ্বকাপে আগের ১০ ম্যাচের একটিতেও হারেনি তারা। কোনো দল সেভাবে ম্যাচ ক্লোজও করতে পারেননি। একদম ফাইনালে এসে ম্যাচ হেরে যাওয়ার ধাক্কাটা কেমন?

রাহুল বলেন, আমরা ফেভারিট ছিলাম কারণ আমরা ভালো খেলেছি কিন্তু আপনাকে এটাও মানতে হবে অস্ট্রেলিয়া খুব ভালো দল। তারাও ফাইনাল খেলতে এসেছিল টানা আট ম্যাচ জিতে। আমাদের এ নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না কঠিন ম্যাচ হবে। এমনিতে আমাদের আত্মবিশ্বাস ছিল যদি ভালো খেলি তাহলে সঠিক ফলটা পাবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, নির্দিষ্ট দিনে তারা আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR